ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২৮

তারিখঃ ০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ / ১৭ মে ২০২০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকতর সতর্কতা ও সুরক্ষা প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১৩ মে ২০২০ তারিখে জারিকৃত স্মারক নং: স্বা:অধি:/মহাপরিচালক/২০২০/কোভিড-১৯/৩২ (কপি সংযুক্ত) এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক উক্ত স্মারকে বর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য আপনাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে।

০২। উক্ত স্মারকে উল্লিখিত ওয়েবসাইটে বর্ণিত স্বাস্থ্য বিধির মধ্যে ব্যাংকের জন্য প্রযোজ্য নির্দেশনা সমূহের অবিকল মূদ্রিত কপি এতদ্সঙ্গে সংযোজন করা হলো।

০৩। ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে এই সার্কুলার লেটার জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০৭২৭

একই স্মারকে স্থলাভিষিক্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং: স্বা:অধি:/মহাপরিচালক/২০২০/কোভিড-১৯/ ৩২ তারিখ: ১৩ মে ২০২০

বিষয়: কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকতর সতর্কতা ও সুরক্ষা প্রসঙ্গে

আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, দেশের প্রত্যেকটি জেলায় এখন কোভিড-১৯ সংক্রমিত ব্যক্তি আছেন। কোথাও সংক্রমণের হার বাড়ছে। কোথাও স্থিতাবস্থায় আছে। আমাদের সকলের লক্ষ্য থাকা উচিত দ্রুততম সময়ে সংক্রমণের হার হ্রাস করা।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে সচল করার উদ্যোগ হিসাবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে খুলে দেয়া হয়েছে। ঈদুল ফিতর আসন্ন বিধায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনসমাগম বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা রয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় বিভিন্ন ধরণের স্থাপনা, প্রতিষ্ঠান ও পেশার জন্য সতর্কতা অবলম্বন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কারিগরি নির্দেশনা প্রস্তুত করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dghs.gov.bd থেকে ডাউনলোড করে ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কারিগরি নির্দেশনাগুলি বাস্তবায়নের জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করা হলো।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি মহোদয়ের এই পত্রটি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

অধ্যাপক ডাঃ নাসিমা সুলতানা
মহাপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

অনুলিপি কার্যার্থে ও সদয় অবগতির জন্যঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নহে)

১. গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক
২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ ব্যবস্থাপক, সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাপকম
৪. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম
৫. অফিস নথি

ব্যাংক

১. খোলার আগে মহামারী প্রতিরোধী সমাগ্রী যেমন মাস্ক, জীবানুমুক্তকরণ সামগ্রী ইত্যাদি সংগ্রহ করুন। আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরী করুন। আপদকালীন সংক্রমিত বস্তুর ডিসপোজাল এলাকা স্থাপন করুন। সকল ইউনিটের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করুন এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণকে জোরদার করুন।

২. কর্মীদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন। প্রতিদিন কর্মীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক অবস্থা নথিভুক্ত করুন যারা অসুস্থতা অনুভব করবে তাদের সঠিক সময়ে চিকিৎসা দেয়ার ব্যবস্থা নিন।

৩. ব্যাংকের প্রবেশমূখে তাপমাত্র পর্যবেক্ষণকারী যন্ত্র স্থাপন করুন বা তাপমাত্রা পরিমাপের ব্যবস্থা রাখুন এবং শুধুমাত্র স্বাভাবিক তাপমাত্রাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই ঢুকতে দিন।

৪. বায়ুচলাচল বৃদ্ধি করুন। সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এয়ার কন্ডিশনারের স্বাভাবিক ক্রিয়াকে নিশিচত করুন । বিশুদ্ধ বাতাস বৃদ্ধি করুন এবং এয়ার সিস্টেমের ফিরে আসা বাতাসকে বন্ধ রাখুন।

৫. সর্বসাধারণের ব্যবহার্যসুবিধাসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করুন (যেমন কিউইং মেশিন, কাউন্টার, চিফার মেশিন, রোলার পেন, ক্যাশ কাউন্টার, এটিএম, জনসাধারণের বসার জায়গা ইত্যাদি)

৬. জনসাধারণের চলাচলের এলাকা যেমন ব্যাংকের লবি, এলিভেটর এবং তথ্য কেন্দ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন এবং ময়লা সময়মতো পরিষ্কার করুন।

৭. এটিএম-এ প্রবেশ করার লাইনে দাঁড়ানোর বা ব্যবহারের সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার কথা মনে করিয়ে দেয়ার জন্য লাইনে ১ মিটার দূরত্ব বজায় রাখার (লাইনে ১ মিটার দূরত্ব অন্তর অপেক্ষা করা) ব্যবস্থা করুন।

৮. ব্যবসায়িক কাজে ব্যাংকে আসা মানুষের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করুন। প্রতিদিনের ব্যবসায়িক কাজের জন্য ই-ব্যাংকিং অথবা এটিএম ব্যবহারের পরামর্শ দিন। কাউন্টারে জীবানুনাশকের ব্যবস্থা করুন এবং সকলকে হাত পরিষ্কারের ব্যাপারে সচেতন করুন।

৯. স্টাফদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা জোরদার করতে হবে এবং মাস্ক পরতে হবে। হাতের হাইজিনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং হাঁচি দেয়ার সময় মুখ এবং নাক টিস্যু বা কনুই দিয়ে ঢাকতে হবে।

১০. ব্যাংকে আগত সকলকে মাস্ক পরতে হবে।

১১. পোস্টার, ইলেকট্রনিক স্ক্রিন এবং বুলেটিন বোর্ডের মাধ্যমে স্বাস্থ্য জ্ঞান পরিবেশন জোরদার করুন।

১২. যদি নিশ্চিত কভিড-১৯ রোগী থাকে তবে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসারে জীবানুমুক্তকরণ করতে হবে এবং একই সাথে এয়ার কন্ডিশনিং ও ভেন্টিলেশন সিস্টেমকে পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করতে হবে। মূল্যায়ন হওয়ার আগে পুনরায় তা চালু করা উচিত হবে না।

১৩. মাঝারি ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায়, ব্যাংকগুলোকে তাদের বিজনেস আওয়ার সংক্ষিপ্ত করতে এবং আগত লোকের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।